موضوع الخطبة: الإيمان باليوم الآخر-٧

الخطيب: فضيلة الشيخ ماجد بن سليمان الرسي/حفظه الله

موضوع الخطبة: الإيمان بالملائكة

لغة الترجمة: البنغالية

المترجم: عبد الرحمن بن لطف الحق

الإيميل: rashidlutful@gmail.com

https://t.me/raidraif

খুতবার বিষয়ঃ শেষ দিবসের প্রতি ঈমান (7)

প্রথম খুৎবা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰه إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُون). (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا).(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيما)

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং মনে-প্রাণে তাঁর ভয়কে জীবন্ত রাখ, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার কর, জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাঁর শরীয়ত বিধিবদ্ধ, তাকদীর এবং পুরষ্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাময়। তিনি এই সৃষ্টির জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন যেখানে তিনি তাদের সেই কাজের জন্য প্রতিদান দেবেন যা তিনি তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে তাদের উপর ফরয করেছেন।

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُون﴾.

অনুবাদঃ তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?'

হে ঈমানদারগণ! শেষের খুতবাগুলোতে শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যা হল এই বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান আনা:

শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া, কিয়ামতের ভয়াবহতা, মাখলুকের পুনরুত্থান, হাশরের ময়দানে মানুষের একত্রিত করা, শাস্তি ও হিসাব এবং জান্নাতের নিয়ামত, জাহান্নামের গুণাবলী এবং কিয়ামতের কিছু দৃশ্য সম্পর্কে। আজ আমরা কিয়ামতের দিন করা হবে এমন কিছু বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ সম্পর্কে কথা বলব, ইনশাল্লাহ।

আল্লাহর বান্দারা! বিচার দিবসে যে দৃশ্যগুলো সংঘটিত হবে তার মধ্যে সুপারিশকারীগণ সুপারিশের যোগ্যদের জন্য সুপারিশ করবেন। শাফায়াতকারী ছয় প্রকার: রাসূল, মুমিন, শহীদ, নাবালক শিশু, ফেরেশতা এবং কুরআন।

1- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তার মুমিন অনুসারীদের জন্য সুপারিশ: এটি সেই সমস্ত অনুসারীদের সাথে সম্পর্কিত হবে যারা তাদের পাপের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাই রাসূল সাঃ তাদের জাহান্নাম থেকে বের করার সুপারিশ করবেন। এর দলীল জাবির রাঃ হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যখন জান্নাতবাসী ও জাহান্নামীদের মধ্যে পার্থক্য করে দেওয়া হবে এবং জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন রাসূলগণ (সাঃ) সুপারিশের জন্য দাঁড়াবেন, (আল্লাহ) বলবেনঃ যাও আর যাদেরকে (জাহান্নাম থেকে) উদ্ধার কর তাদেরকে বের কর। তারা তাদের (অনুসারীদের) বের করে নেবেন যখন তারা পুড়ে কালো হয়ে যাবে, তারপর তাদের (জীবনের খাল) নামক খালে ফেলে দেবে, তাদের পোড়া দেহগুলো তীরে পতিত হবে। এবং তারা আবার শসার মত সাদা হয়ে উঠবে, তারপর রাসূল (দ্বিতীয়বার) সুপারিশ করবেন, তখন (আল্লাহ) বলবেন: যাও, যার অন্তরে এক কীরাতের মত ঈমান আছে, তাকে বের করে দাও, তাই তারা কিছু লোককে বের করে আনবে, তারপর সুপারিশ করবে। (মহান আল্লাহ) বলবেন: যাও, রাইয়ের দানার মতও যার অন্তরে ঈমান আছে তাকে বের করে আন।

যারা জাহান্নামে গেছে তাদের জন্য রাসূলের সুপারিশ করার আরেকটি দলীল হল হুজাইফা (রাঃ) এর হাদিস যে নবী বলেছেন: ইব্রাহিম (আঃ) কেয়ামতের দিন বলবেন: হে আমার রব! তাই আল্লাহ বলবেনঃ হে ইব্রাহীম! ইবরাহীম (আঃ) বলবেন: (আপনি আমার সন্তানদের জাহান্নামে রেখেছেন), আল্লাহ বলবেন: যার অন্তরে অণু বা দানার পরিমাণও ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে দাও।

2- আল্লাহর বান্দারা! কিয়ামতের দিন দ্বিতীয় প্রকারের সুপারিশ হবে যে, জান্নাতে থাকা ঈমানদাররা তাদের ভাইদের জন্য সুপারিশ করবে যারা জাহান্নামে থাকবে জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার জন্য। এর দলীল আবু সাঈদ খুদরী রাঃ এর এই হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ (সে সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, ঐ দিন মু'মিনগণ তাদের ঐ সব

ভাইদের স্বার্থে আল্লাহর সাথে এত অধিক বিতর্কে লিপ্ত হবে যারা জাহান্নামে রয়ে গেছে যে, তোমাদের পার্থিব অধিকারের ক্ষেত্রেও এমন বিতর্কে লিপ্ত হয় না। তারা বলবে, হে রব! এরা তো আমাদের সাথেই সিয়াম, সালাত আদায় করত, হজ্জ করত। তখন তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, যাও, তোমাদের পরিচিতদের উদ্ধার করে আন। উল্লেখ্য এরা জাহান্নামে পতিত হলেও মুখমণ্ডল আযাব থেকে রক্ষিত থাকবে। (তাই তাদেরকে চিনতে কোন অসুবিধা হবে না।) মুমিনগণ জাহান্নাম হতে এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে আনবে। এদের অবস্থা এমন হবে যে, কারোর তো পায়ের নলা পর্যন্ত, আবার কারো হাটু পর্যন্ত দেহ আগুন ছাই করে দিবে।
উদ্ধার শেষ করে মুমিনগণ বলবে, হে রব যাদের সম্পর্কে আপনি নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, তাদের মাঝে আর কেউ অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ বলবেন, পুনরায় যাও, যার অন্তরে এক দীনার পরিমাণও ঈমান অবশিষ্ট পাবে তাকেও উদ্ধার করে আন। তখন তারা আরো একদলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে, হে রব! অনুমতিপ্রাপ্তদের কাউকেও রেখে আসিনি। আল্লাহ বলবেনঃ আবার যাও, যার অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণও ঈমান অবশিষ্ট পাবে তাকেও বের করে আন। তখন আবার এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে, হে রব! যাদের আপনি উদ্ধার করতে বলেছিলেন তাদের কাউকে ছেড়ে আসিনি। আল্লাহ বলবেনঃ আবার যাও, যার অন্তরে অণু পরিমাণও ঈমান বিদ্যমান, তাকেও উদ্ধার করে আন। তখন আবারও এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে, হে রব! যাদের কথা বলেছিলেন তাদের কাউকেও রেখে আসিনি।
সাহাবা আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাযিঃ) বলেন, তোমরা যদি এ হাদীসের ব্যাপারে আমাকে সত্যবাদী মনে না কর তবে এর সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতটি যদি চাও তবে তিলাওয়াত করতে পারঃ "আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলম করেন না এবং অণু পরিমাণ নেক কাজ হলেও আল্লাহ তা দ্বিগুণ করে দেন এবং তার নিকট হতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন) ।
3- আল্লাহর বান্দারা! তৃতীয় প্রকারের শাফায়াত যা কিয়ামতের দিন ঘটবে তা হল ফেরেশতাগণ পাপী মুমিনদের জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য সুপারিশ করবেন, তারপর কোন প্রকার সুপারিশ ছাড়াই আল্লাহ অনেক দলকে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে জাহান্নাম থেকে বের করে নেবেন। উপরোল্লোখিত সুপারিশের পর আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "ফেরেশতারা সুপারিশ করলেন, নাবীগণও সুপারিশ করলেন এবং মুমিনরাও সুপারিশ করেছে, কেবলমাত্র আরহামুর রাহিমীন পরম দয়াময়ই রয়ে গেছেন। এরপর তিনি জাহান্নাম থেকে এক মুঠো তুলে আনবেন, ফলে এমন একদল লোক মুক্তি পাবে যারা কখনো কোন সৎকর্ম করেনি এবং আগুনে জ্বলে লাল হয়ে গেছে। পরে তাদেরকে জান্নাতের প্রবেশ মুখের নাহরুল হায়াতে ফেলে দেয়া হবে। তারা এতে এমনভাবে সতেজ হয়ে উঠবে, যেমনভাবে শস্য অঙ্কুর স্রোতবাহিত পানি ভেজা উর্বর জমিতে সতেজ হয়ে উঠে। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ) তোমরা কি কোন বৃক্ষ কিংবা পাথরের আড়াল কোন শস্যদানা অঙ্কুরিত হতে দেখনি? যেগুলো সূর্য কিরণের মাঝে থেকে সেগুলো হলদে ও সবুজ রূপ ধারণ করে আর যেগুলো ছায়াযুক্ত স্থানে থাকে সেগুলো সাদা হয়ে যায়।

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে বলা হয়েছে: আল্লাহ বলবেন: এখন আমি আমার জ্ঞান ও রহমতের কারণে (জাহান্নাম থেকে অনেক মাখলুককে) বের করে নেব। এবং তারপর তিনি সেই সংখ্যার বহুগুণ লোককে বের করবেন এবং তাদের ঘাড়ে লেখা রইবেঃ (আল্লাহর মুক্ত বান্দা), তারপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে তাদের নাম হবে "জানহামিউন"।

4- আল্লাহর বান্দারা! কিয়ামতের দিন চতুর্থ প্রকারের শাফায়াত হবে শহীদগণ তাদের মুমিন ভাইদের জন্য সুপারিশ করবে। এর দলীল মিকদাম ইবনু মা'দীকারিব (রাঃ) হাদীস। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শহীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ছয়টি পুরস্কার বা সুযোগ আছে। তার প্রথম রক্তবিন্দু পড়ার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করা হয়, তাকে তার জান্নাতের বাসস্থান দেখানো হয়, কবরের আযাব হতে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়, সে কঠিন ভীতি হতে নিরাপদ থাকবে, তার মাথায় মর্মর পাথর খচিত মর্যাদার টুপি পরিয়ে দেওয়া হবে। এর এক একটি পাথর দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম। তার সাথে টানা টানা আয়তলোচনা বাহাত্তরজন জান্নাতী হুরকে বিয়ে দেওয়া হবে এবং তার সত্তরজন নিকটাত্মীয়ের জন্য তার সুপারিশ কুবুল করা হবে"।

5- আল্লাহর বান্দারা! কিয়ামতের দিন পঞ্চম প্রকারের সুপারিশ হবে সেই শাফাআত যা বালিগ হওয়ার আগেই মারা যাওয়া শিশুরা তাদের পিতামাতার পক্ষে করবে। কারণ হাদীসে "ফারাত" শব্দটি এসেছে যার অর্থ: এমন শিশু যে বালিগ হওয়ার আগেই মারা যায়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মুসলিম মাতা-পিতার সামনে তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মৃত্যুবরণ করলে সন্তানদের উপরে আল্লাহর রহমত লাভের কারনে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তিনি বলেন, সন্তানদের বলা হবে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন তারা বলবে, আমাদের মাতা-পিতা জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব না। তখন তাদের বলা হবে, তোমরা এবং তোমাদের মাতা-পিতা জান্নাতে প্রবেশ কর।

৬- আল্লাহর বান্দারা! কেয়ামতের দিন ষষ্ঠ প্রকারের শাফায়াত হল কুরআন মুমিনদের পক্ষে সুপারিশ করবে। এর দলীল

আবূ উমামাহ আল বাহিলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ "তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ কিয়ামাতের দিন তার পাঠকারীর জন্য সে শাফা'আতকারী হিসেবে আসবে"।

আল্লাহর বান্দারা! এই ছয় ধরনের সুপারিশ যা বিচার দিবসে ঘটবে, যা মুমিনদের উপকার করবে যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং (এসব সুপারিশের মাধ্যমে) যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেনি তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেবে।

بارَكَ الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَنا بما صرَّف فيه مِن الآيات والذِّكْر الحكيم، واستغفِروا الله؛ إنه كان غفارًا.

الخطبة الثانية

.الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

আল্লাহর বান্দারা! আপনি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং জেনে রাখুন যে সবাই উপরে উল্লেখিত সুপারিশগুলি পাবেন না, তবে সুপারিশের শর্ত যাঁর পক্ষে পাওয়া যাবে আল্লাহ তার পক্ষে সুপারিশ গ্রহণ করবেন, অন্যথায় সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করা হবে। এই সুপারিশকে বলা হয় "শাফাআতুন মুসবাতা", অর্থাৎ যে সুপারিশটি প্রমাণিত। সুপারিশের দুটি শর্ত রয়েছে: আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুপারিশকারীকে সুপারিশ করার অনুমতি দেন, এর প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী:

مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ}

অনুবাদঃ কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে ?

{وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥ }

অনুবাদঃ আর আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া তাঁর কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।

দ্বিতীয় শর্তঃ যার পক্ষে সুপারিশ করা হয় আল্লাহর তার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া। এই শর্তের প্রমাণ হল আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীঃ

{ وَلَا يَشۡفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرۡتَضَىٰ }

অনুবাদঃ আর তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্যই যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর এই ফরমানে এই দুটি শর্তকে একত্রিত করেছেনঃ

{ وَكَم مِّن مَّلَكٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغۡنِي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرۡضَىٰٓ }

অনুবাদঃ আর আসমানসমূহে বহু ফিরিশতা রয়েছে; তাদের সুপারিশ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হবে না, তবে আল্লাহর অনুমতির পর, যার জন্য তিনি ইচ্ছে করেন ও যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।

শাফাআত তার পক্ষে (স্বীকৃত) হবে যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন। এর পক্ষে যুক্তি এই যে, ইব্রাহিম (আঃ) তার পিতা আযারের জন্য সুপারিশ করবেন, কিন্তু আল্লাহ তার সুপারিশ কবুল করবেন না, কারণ তার পিতা একজন মুশরিক, আর সুপারিশকারী হবেন ইব্রাহিম (আঃ) যিনি খলিলুল্লাহ।

• হে ঈমানদারগণ! এটাও জানা জরুরী যে, আল্লাহ তায়ালা একজন বান্দার প্রতি তখনই সন্তুষ্ট হবেন যখন সে তাওহীদের থাকবে। যার অর্থ: একমাত্র আল্লাহর জন্য সমস্ত ইবাদতকে নির্দিষ্ট করা, তা ইবাদত হোক, দুআ হোক, জবাই হোক, বা নযর হোক। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে: আমি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য আমার দুআ সংরক্ষিত রেখেছি, তাই এই দুআ আমার উম্মতের প্রত্যেক সেই ব্যক্তিরা পাবে যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করেই মারা গেছে।"

এটি এবং অন্যান্য অনুরূপ হাদিসগুলি নির্দেশ করে যে, আল্লাহর জন্য ইবাদত ইত্যাদির মতো

সমস্ত ইবাদতকে নির্দিষ্ট করা হল সেই ব্যক্তির জন্য প্রথম শর্ত যে বিচার দিবসে সুপারিশকারীদের সুপারিশে সফল হতে চায়। কিন্তু যে ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হয়, যেমন জীবের কাছে দোয়া করা, বা তাদের নামে জবাই করা, ইবাদত করা ইত্যাদি, তাহলে সে ব্যক্তি কারো সুপারিশ পাবে না, যদিও সে যা ইচ্ছা করে। আর কেউ তার পক্ষে সুপারিশ করলেও তার সুপারিশ গৃহীত হবে না, যদিও সুপারিশকারীরা রসূল হন, কেননা শিরক হল শাফায়াতের অন্তরায়।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আখিরাতে যারা সুপারিশ করবে তাদের সুপারিশে ধন্য করুন।

• হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং সেই সব কথা ও কাজ যা আমাদেরকে জান্নাতের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে এবং সেই সব কথা ও কাজ থেকে যা আমাদের জাহান্নামের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

• হে আল্লাহ! আমাদের আপনার ভালবাসা এবং প্রতিটি কর্মের ভালবাসা দিন যা আমাদের আপনার কাছাকাছি নিয়ে আসে।

• হে আল্লাহ! আমরা নিজেদেরই বড় ক্ষতি করেছি এবং আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।অতএব আপনার নিকট থেকে আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি রহম করুন, নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

হে আল্লাহ! আমাদের ছোট বা বড়, অতীত বা বর্তমান, প্রকাশ্য বা গোপন সমস্ত পাপ ক্ষমা করুন।

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।